বঙ্কিমচন্দ্রের

দেবীচৌধুরানী

সঞ্চয়িতা ফিল্মস্ নিবেদিত

বঙ্কিমচন্দ্রের অমর কাহিনীর চিত্ররূপ

দেবীচৌধুরাণী

প্রযোজনা । চিত্রগ্রহণ । পরিচালনা

দীনেন গুপ্ত

সুর । মানবেন্দ্র

চিত্রনাট্য । শেখর চট্টোপাধ্যায়

পরিবেশনা

শ্রীরঞ্জিৎ পিক্‌চার্স প্রাঃ লিঃ

গীতরচনা

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্যামল গুপ্ত ।

শিল্পনির্দেশনা, সূর্য চট্টোপাধ্যায় ।

সম্পাদনা, রমেন ঘোষ ।

শব্দগ্রহণ, জে. ডি. ইরাণী ।

সংগীতগ্রহণ, সত্যেন চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক টেকনিসিয়ান্স ষ্টুডিওতে ।

শব্দপুনর্যোজনা, জ্যোতি চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজে ।

সুচিত্রা সেনের রূপসজ্জা, হাসান জামান ।

রূপসজ্জা, মনতোষ রায় ।

ব্যবস্থাপনা, সুধীর রায় ।

কোষাধ্যক্ষ, বিনয় ঘোষ ও মাখন সাহা ।

পরিস্ফুটন, গৌরী মুখোপাধ্যায় ও অজিত রায় কর্তৃক ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরীতে

স্থিরচিত্র, ষ্টুডিও বলাকা ।

পরিচয়লিখন, রতন বরাট ।

সাজসজ্জা, দি নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই ।

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওর ব্যবস্থাপনা, চন্দ্রশেখর ঝাঁ ।

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওর প্রোজেকশনের অপারেটর, গৌর দে ।

অন্তদৃশ্যগ্রহণ

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও ও নিউথিয়েটার্স ষ্টুডিও ।

প্রধান সহকারী পরিচালক, সুজিত গুহ ।

আলোকসজ্জা,

হেমন্ত দাস মনোরঞ্জন দত্ত সুখরঞ্জন দত্ত বিনয় ঘোষ দেবেন দাস ও মগরু ।

সহকারীবৃন্দ

পরিচালনা, তপন চট্টোপাধ্যায় ও দীপক গঙ্গোপাধ্যায় ।

চিত্রগ্রহণ, অনিল ঘোষ বেনু সেন গৌর কর্মকার জনক ও নিশামণি ।

শিল্প নির্দেশনা, অনিল পাইন ও রামনিবাস ভট্টাচার্য ।

সম্পাদনা, অনিল দাস ।

সঙ্গীত

অলোকনাথ দে ও বিমান মুখোপাধ্যায় ।

শব্দগ্রহণ, সিদ্ধি নাগ ।

সংগীতগ্রহণ. বলরাম বারুই ।

সুচিত্রা সেনের রূপসজ্জা, কার্তিক দাস ।

রূপসজ্জা, পাঁচু দাস ।

শব্দপুনর্যোজনা, গোপাল ঘোষ ভোলানাথ সরকার ও রবীন চৌধুরী ।

সাজসজ্জা, সরজুলাল ও গণেশ দাস ।

শব্দধারণ, মাণিক দে ।

পটশিল্প

বলরাম চট্টোপাধ্যায় ও নবকুমার কয়াল ।

ব্যবস্থাপনা, কার্তিক দাস ।

পরিস্ফুটন, শৈলেন চট্টোপাধ্যায় পঞ্চানন সরকার চণ্ডীচরণ শীল পীতাম্বর দাস বাবলু বক্সী অনিল মোহান্ত ও রঞ্জিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ।

কৃতজ্ঞতাস্বীকার

নথমল দাগা ও রমেশ যোশী ।

রূপ সজ্জায়

সুচিত্রা সেন । রঞ্জিৎ মল্লিক বসন্ত চৌধুরী । সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় শেখর চট্টোপাধ্যায় । কালী বন্দ্যোপাধ্যায় হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় । সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় জহর রায় । প্রেমাংশু বসু । কল্যাণ সেন কাজল গুপ্ত । নীলিমা দাস ছায়া দেবী । পদ্মা দেবী । মলিনা দেবী মঞ্জু ভট্টাচার্য । ভারতী দেবী । গীতা নাগ শুক্লা ঘোষ । ইন্দু দেবী অজয় বন্দ্যোপাধ্যায় । নৃপতি চট্টোপাধ্যায় তপন চট্টোপাধ্যায় । ননী গঙ্গোপাধ্যায় সতু মজুমদার । জ্যাম বড়ুয়া প্রীতি মজুমদার । মনোজিৎ লাহিড়ী দাশু নাগ । খগেশ চক্রবর্তী নীহার রঞ্জন চক্রবর্তী । অজিত ঘোষ দীনবন্ধু মাহাতো । দীপক গঙ্গোপাধ্যায় সত্য রায় চৌধুরী । সমর কুমার রতন বসু । খোকন দত্ত । বিভূতি দাস সুভাষ ভট্টাচার্য । দীপেন । জীবন গুহ বংশী । লক্ষ্মণ এবং আরো অনেকে ।

কণ্ঠসংগীতে

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

প্রচার পরিকল্পনা । বিদ্যুৎ চক্রবর্তী

দেবী চৌধুরাণী

প্রফুল্ল অনাথা মেয়ে। অতি কষ্টে দিন চলে। কিন্তু প্রফুল্ল অসামান্যা রূপবতী।
এবং এই কারণেই জমিদার হরবল্লভবাবু তাঁর একমাত্র পুত্র ব্রজেশ্বরের সঙ্গে প্রফুল্লর
বিবাহে সম্মত হন। বরযাত্রীদের ভালোমন্দ এবং কন্যাযাত্রীদের চিড়ে-দই!
গ্রামের ব্রাহ্মণরা গোলমাল করে উঠে যায় এবং হরবল্লভকে বলে প্রফুল্লর মা কুলটা—।
প্রফুল্ল বাগদীর মেয়ে। হরবল্লভ সেকথা বিশ্বাস ক'রে পরদিনই প্রফুল্লকে
পিত্রালয়ে পাঠিয়ে দেন এবং পুত্রের অন্যত্র বিবাহ দেন।
দিন চলে যায়। বিধবা মা ভিক্ষে করে খায়। প্রফুল্ল আর সহ্য করতে পারেনা।
পাঁচ বছর পরে সে হঠাৎ তার মাকে নিয়ে অভিমান করে শ্বশুর বাড়ীতে—
তার অধিকার আদায় করে নিতে।
শ্বশুর তাকে তাড়িয়ে দেন কিন্তু শাশুড়ী রাত্রিবাসের অনুমতি দেন।
ব্রজেশ্বরের সঙ্গে প্রফুল্ল রাত্রিবাস করে সকলের অজ্ঞাতে। ব্রজেশ্বর তাকে স্ত্রী বলে
স্বীকার করে কিন্তু পিতৃআজ্ঞা লংঘন করতে পারেনা। প্রফুল্ল ফিরে আসে।
গ্রামে ফিরে দেখে তার মা মারা গেছেন। এরপর একদিন রাত্রে অনাথিনী প্রফুল্লকে
দুর্বৃত্তের দল অপহরণ করে। পথে, জঙ্গলে তারা ডাকাতের ভয়ে পালকি ফেলে পালায়।
ভোরবেলায় প্রফুল্ল জঙ্গলে বেরিয়ে পড়ে। একটি ভাঙ্গা বাড়ীতে এসে এক মুমূর্ষু
বৈষ্ণবের সাক্ষাৎ পায়। বৈষ্ণব তাঁর যথাসর্বস্ব, কুড়ি ঘড়া মোহর প্রফুল্লকে দিয়ে মারা
যান। সেই মোহর ভাঙাতে গিয়ে প্রফুল্ল সাক্ষাৎ পায় ডাকাত সর্দার ভবানী পাঠকের।
ভবানী পাঠক প্রফুল্লকে দীক্ষা দেন দেশব্রতে। শিক্ষা দেন দুষ্টের দমন ও শিষ্টের
পালনে। পাঁচ বছর শিক্ষার পর প্রফুল্ল হোল "দেবী চৌধুরাণী"।
ইংরেজ কুঠিয়ালরা তাঁর নামে কাঁপে। প্রজারা তাকে 'মা' বলে ভক্তি করে।
ইংরেজের অত্যাচার দমন করতে দেবী চৌধুরাণী ঝাঁপিয়ে পরেন—ইংরেজরা প্রতিপদে
বিপর্যস্ত হয়। দেবী চৌধুরাণীর ব্রত সফল হয়।
অতঃপর যুদ্ধ-ক্লান্তা দেবী চৌধুরাণী তার স্বামী ব্রজেশ্বরের সাক্ষাৎ পায়। এবং
শান্তির আশা জাগে প্রফুল্লর মনে। ব্রজেশ্বর তাকে ফিরে পেতে চায়—
নিয়ে যেতে চায় তার বাড়ীতে—তার ঘরে। প্রফুল্ল রাজী হয়—সানন্দে ফিরে যায়
তার হাতরাজ্যে—স্বামীর ঘরে। ঘরে-বাইরে জয় হোল প্রফুল্লর।
দেবী চৌধুরাণী আবার প্রফুল্ল হয়ে ফিরে এলো তার শ্বশুর বাড়ী।

গান। এক

ফুলের মত রূপটি তোমার নামটিও যে প্রফুল্ল
চাঁদ যে সে-ও নয়কো তোমার চাঁদ মুখেরই তুল্য।
রাণী হবার কথা তোমার তুমি ভিখারিণী
ছিন্ন বাসে ক্ষুধার জ্বালায় কাটছে চিরদিনই
পতি থেকে পতিগৃহে পাওনা সতীর মূল্য।
অশ্রুমতী বধু আমার দুখিনী প্রফুল্ল
আপনজনা রইলো কে আর তোমারই সংসারে
রাশি রাশি ভাবনা জমে চোখেরই আঁধারে
অকূল সাগর দোলায় তোমার জীবনতরী দুললো
আড়াল থেকে হাসলো বিধি দেখোনি প্রফুল্ল।
কেই বা জানে কোন জনমের কোন সে পূণ্য ফলে
কখন যে কার ভাগ্য কাকে কোথায় নিয়ে চলে
তেমনি তোমার পথ থেকে সে সিংহাসনে তুললো
দেবী চৌধুরাণী হল অভাগী প্রফুল্ল।
দশভূজার আশিস্ নিয়ে করে অসি ধরে
শিষ্টজনে পালো তুমি দুষ্টে দমন করে
একাধারে কল্যাণী আর রুদ্রাণী প্রফুল্ল
শক্তি দিয়ে বিদ্যা দিয়ে আলোর দুয়ার খুললো
বংগবধূর যে রূপ তোমার সেইতো চিরন্তনী
পতিপ্রেম-ধনে তুমি সোহাগিণী ধনি,
দেবী চৌধুরাণীর কথা দশেরা নয় ভুললো
দেশের লোকে ভুলবেনাকো তোমাকে প্রফুল্ল।

গান। দুই

চেয়োনা ও চোখে চেয়ো না শাঁবরিয়া
চেয়োনা ও চোখে চেয়োনা।
রসিলী রাতে—রসিলী রাতে—রসিলী রাতে
থাকো গো তফাতে
ভালোবাসা দিতে যেওনা—যেওনা গো
চেয়োনা ও চোখে চেয়োনা ॥
ও আঁখি হয়েছে রাঙা রঙিলা নেশায়—
রঙিলা নেশায়
তাইতো যা দেখো তুমি রঙিন দেখায়
এ দেখারই ভুল যদি কভু ভেঙে যায়
ব্যাথা পেয়োনা—ব্যাথা পেয়োনা ॥
আ—যা কিছু সোহাগ জেনো সারা দুনিয়ার
দুনিয়ার...আ...আ...আ...আর
শুধু তা ঝিলিক আনে নকল সোনার
বুকে তাই অনুরাগ এলে গো তোমার
মুখে বোলোনা—মুখে বোলোনা ॥

গান। তিন

ওগো এসো হে আমার রাজাধিরাজ
অতুল প্রেমের গৌরবে ॥
বোসো, অশ্রুসজল বক্ষআচল আসনে
আমি হৃদয় মাধুরী নিঙারিয়া
তোমারই তৃষ্ণা মিটাবো আজ ॥
ওগো এসো হে আমার রাজাধিরাজ
মম যৌবন ফুল বিকশিত মালাখানি
ভীরু কম্পিত হাতে কণ্ঠে পরাবো আমি
প্রাণ বধুহে আমার রাজাধিরাজ
বাহুবল্লবী ডোরে প্রিয় বল্লভমম
বাঁধি, হারানো রতনে আর না হারাবো আমি
ওই চরণে সপিয়া রূপসম্পদ বধুহে
জানি দুঃখ রজনীর সজনীরে পাবো আমি,
এ ভিখারিনীর তুমি যে লাজ ॥

গান। চার

ত্বং হি শক্তি ত্বং মুক্তি প্রদায়িণী
সর্বেশ্বরী রণরঙ্গিনী,
রূপসী ভয়ঙ্করী
করে খর অসি ধরি
জাগো মা জগজ্জননী
নাশো ত্রাস মাগো
জ্ঞানদাত্রী জাগো
শত্রু ছনুজ দলনী (জননী)
মানস পূর্ণকারিণী
তারিণী
জাগো মা ত্রিদুন ধারিণী
তব আশিস ধন্যা
ভারত কন্যা
অন্তর সম্পদে
সে চির অনন্যা
তারে শক্তিময়ী করো ভাগ্যজয়ী
অয়ি ব্রহ্মময়ী।
জ্বালাও বহ্নিশিখা
পরাও রক্তটীকা
দুঃখ বিপদ বারিণী
মানসপূর্ণ কারিণী
তারিণী
জাগো মা ত্রিগুণ ধারিণী।

শ্রীরঞ্জিৎ পিক্‌চার্স প্রাঃ লিঃ-এর পক্ষে বিদ্যুত্ চক্রবর্তী কর্তৃক সম্পাদিত ও এস্‌ডি প্রিন্টার্স কর্তৃক মুদ্রিত।